

স্বস্তিকি চহিন: & স্বস্তি বাচন

স্বস্তিকি একটি পবিত্র চহিন। এই চহিন কল্যাণের প্রতীক। যবে কোনও মণ্ডল অনুষ্ঠানে অনেকে স্বস্তিকি চহিন আঁকেন। এই চহিন প্রগতির প্রতীক।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীক। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মালম্বী মানুষের কাছে খুবই পবিত্র এই স্বস্তিকি চহিন। গবেষকরা বলছেন প্রায় এগারো হাজার বছরে ও পুরানো এই চহিন। বদে ও মলিছে এর নক্সা।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে আর্য রক্তের অহংকারে গর্বিত এক নায়ক তন্ত্রের নায়ক হিটলারের দলীয় পতাকায় ছিল এই স্বস্তিকি চহিন। মণ্ডলে সেই অমণ্ডলে ছাপ। হিংসা, রক্ত আর বর্বরতার সাক্ষী হয়েছে স্বস্তিকি।

স্বস্তিকি চহিন দুই প্রকার - 1) ডান মুখী 2) বাম মুখী।

ডান মুখী :- এই স্বস্তিকি হিন্দুদের কাছে সূর্য বা প্রগতির প্রতীক।

বাম মুখী :- এই স্বস্তিকি রাত্রিকি বা তন্ত্রের প্রতীক।

জৈন তীর্থঙ্কর ও ভগবান গৌতম বুদ্ধের পাদ ফলকে আমরা এই পবিত্র চহিন দেখতে পাই।

তাৎপর্য :-

- 1) এই পবিত্র চহিন কে আমরা বষ্ণুর চারটি বাহুর সাথে কল্পনা করি। আবার অনেকে এই চহিনের চারটি বাহুকে ব্রহ্মার চারটি মুখের সাথে তুলনা করেন। যিনি সর্বদকি পর্যবেক্ষণ করছেন।
- 2) স্বস্তিকির কেন্দ্র বিন্দুকে শ্রী বষ্ণুর নাভি কমল হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। তাই স্বস্তিকি বষ্ণু প্রতীক স্বরূপ বরিজ করছে।
- 3) ভগবান বষ্ণু হলেন জগতের পালন কর্তা। তাঁকে উদ্দেশ্য করে এই চহিন এঁকে দি। তখন সব কিছু বষ্ণু তুল্য হয়ে যায়।
- 4) প্রধান প্রবশে দরজার ভিতরের দিকে স্বস্তিকি চহিন গৃহে সুরক্ষার প্রতীক।



স্বস্তি বাচন

ওঁ স্বস্তিনি ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তিনিঃ পুষা বিশ্ববদোঃ ।
স্বস্তিনি স্তার্ক্ষ্যো অরষ্টি নমোঃ স্বস্তিনি নো বৃহস্পতিধাতু ।
ওঁ গণানাং ত্বা গণপতি ইং হবামহে
ওঁ প্রযিাণাং ত্বা প্রযিপতি ইং হবামহে
ওঁ নধিনিং ত্বা নধিপতি ইং হবামহে । বসো মম ॥
ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি

সুক্ত মন্ত্র

ওঁ দেবো বো দ্রবণিদোঃ পূর্ণাং বিষ্ণুত্বাসচিম্ ।

ঊদ্বা সঙ্ৰিচ্ছবমুগ বা পৃগ্গবমাদদ্বিবো দবে ওহতঁ॥
ঔ অযমারম্ভ শূভায়. ভবতু।

